তারিখ 7 APR 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পঞ্চগড়ে মাধ্যমিকে কম্পিউটার শিক্ষার হ-য-ব-র-ল অবস্থা

শহীদুল ইসলাম, পঞ্চগড় ●

পঞ্চগড়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষায় চলছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক আছে তো কম্পিউটার নেই, কম্পিউটার আছে তো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। আবার যেখানে শিক্ষক, কম্পিউটার দুই-ই আছে; সেখানে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, নিয়োগ পাওয়া বেশির ভাগ শিক্ষকের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদ মানসম্মত নয়। অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক ক্লাসে কম্পিউটার চালুই করতে পারছে না। অনেকে মাউস, কিবোর্ডের নামও ঠিকমতো বলতে পারছে না।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্র জানায়, জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩৮০টি। এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৯৫টি ও দাখিল মাদ্রাসা ৮৫টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১০টিতে কাগজে-কলমে কম্পিউটার আছে। বাস্তবে অর্ধেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা আরও করুণ। পাঁচ উপজেলার ৮৫টি মাদ্রাসার মধ্যে ৩৫টিতে কম্পিউটার নেই। তবে কাগজে-কলমে যেসব মাদ্রাসায় কম্পিউটার আছে, বাস্তবে তার দুই-তৃতীয়াংশ মাদ্রাসাতেও কম্পিউটারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

গত ১৫ মার্চ তেঁতুলিয়া উপজেলার আমজুয়ানী উচ্চবিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, প্রধান শিক্ষকের কক্ষের একপাশে বেঞ্চের ওপর কাপড়ে ঢাকা একটি কম্পিউটার পড়ে আছে। প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম জানালেন, ব্যবহারিক ক্লাসের সময় জেনারেটর দিয়ে কম্পিউটার চালানো হয়। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী কামরুন নাহার ও রোজিনা আক্তার দাবি করে, 'কোনো দিনই আমাদের ব্যবহারিক ক্লাস করানো হয়নি।'

মাওরমারী চৌরাস্তা এলাকার পমিজউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষক আছেন, বিদ্যুৎ সংযোগও আছে। কিন্তু কম্পিউটার নেই। কম্পিউটার নেই অথচ শিক্ষকের বেতন-ভাতা হয় কীভাবে—এমন প্রশ্নে নিরুত্তর থাকেন মাদ্রাসার সুপার আমিরুল ইসলাম।

বুড়াবুড়ি মির্জা গোলাম হাফিজ উচ্চবিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে। কিন্তু শিক্ষক ছুটিতে আছেন বলে জানানো হয়। গোটা স্কুলে মাত্র তিনজন কম্পিউটার শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে। দশম শ্রেণীর আবু হোসেন ও

> 'অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক ক্লাসে কম্পিউটার চালুই করতে পারছে না। অনেকে মাউস, কিবোর্ডের নামও ঠিকমতো বলতে পারছে না'

হাবিবুর রহমান বলে, 'কম্পিউটার দেখেছি, তবে কোনো দিন চালাইনি।'

নাওয়াপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। কিন্তু কম্পিউটার আছে একটি। প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিম জানান, ব্যবহারিক ক্লাসের সময় জেনারেটর দিয়ে কম্পিউটার চালানো হয়। এ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর তিনজন শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পড়ে।

শিলাইকুটি মাদ্রাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। একটি কম্পিউটার আছে। কিন্তু তাও দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট। হারাদিঘী উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী দুই-ই আছে, কিন্তু কম্পিউটার নেই।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, তেঁতুলিয়া সিপাইপাড়া উচ্চবিদ্যালয়, রণচণ্ডী উচ্চবিদ্যালয়, শালবাহান দাখিল মাদ্রাসা, কালান্দিগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসা, তেঁতুলিয়া পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, ভজনপুর আলিম মাদ্রাসা, তেঁতুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বোয়ালমারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, মানিকপীর মাদ্রাসা, কাদেরপুর হাইস্কুল, শালশীরি বালিকা বিদ্যালয়, নাশের মন্ডলহাট মাদ্রাসা, ঝলঝলি উচ্চবিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ও কম্পিউটার নেই। কিন্তু কম্পিউটার শিক্ষক নেওয়া হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ব্যবহারিক ক্লাস না হলেও শিক্ষকেরা নিয়মিত বেতন পান।

পঞ্চগড় বিপি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও কম্পিউটার বিষয়ের পরীক্ষক তিতুমীর সরকার বলেন, 'এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সদর উপজেলা থেকে কম্পিউটার বিষয়ের ২০৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। দুই বছরের কোর্স। অথচ ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় দেখা গেল, অনেক শিক্ষার্থী কম্পিউটার চালু করতে পারছে না। কেউ আবার কিবোর্ড ও মাউসের নামও বলতে পারছে না।'

তেঁতুলিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন আকতার বানু বলেন, 'উপজেলার কম্পিউটার শিক্ষার বাস্তব চিত্র জেলা শিক্ষা কার্যালয়কে গত ২৯ মার্চ জানানো হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান জানান, কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, কম্পিউটার, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সনদ আছে কি না, তা সরেজমিন তদন্ত করে ব্যানবেইসে পাঠানো হয়। এর আগে এসব নিয়ম মানা হয়নি, এ রকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে সেই শিক্ষকের এমপিও বাতিলের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।